



31819 - উমরা করার পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমি উমরা করার পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

দুইটি শর্তপূরণ হওয়া ছাড়া কোন ইবাদত আল্লাহর দরবারকেবুল হয় না:

১. আল্লাহর জন্য মুখলসি (একনযিষ্ঠ) হওয়া। অর্থাৎ সে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালকে উদ্দেশ্য করা; প্রদর্শনচ্ছা বা প্রচারপ্রয়িতার উদ্দেশ্যনো করা অথবা অন্য কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে না করা।

২. কথা ও কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ বা আদর্শ জানা ছাড়া তাঁকে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং যবে ব্যক্তি উমরা, হজ্ব বা অন্যকোন ইবাদত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নকৈট্য লাভ করতে চায় তার কর্তব্য হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ শিখে নয়ো; যাতো তার আমল রাসূলরে সুন্নাহ মোতাবেকে হয়। নমিনে আমরা সুন্নাহরআলোকউমরা আদায়রে পদ্ধতি সংক্ষেপে তুলে ধরব। উমরার কাজ চারটি:

এক:ইহরাম

ইহরাম মানে হচ্ছে- নুসুকে তথা হজ্ব বা উমরাতো প্রবশেরে নয়িত।

কটে যদি ইহরাম করতে চায় তখন সুন্নত হচ্ছে- সে ব্যক্তি কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফরজ গোসলের মত গোসল করবে, মাথা বা দাঁড়িতে মসিক বা অন্য যবে সুগন্ধি তার কাছে থাকে সটো লাগাবে। সুগন্ধি আলামত যদি ইহরাম করার পরেও থেকে যায় তাতো কোন অসুবিধা নহে। যহেতে সুহি বুখারি ও সুহি মুসলমি আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইহরাম করতে চাইতনে তখন নিজরে কাছে সবচেয়ে ভাল যবে সুগন্ধি আছে সটো ব্যবহার করতনে। ইহরাম করার পরে আমি তাঁর মাথা ও দাঁড়িতে সে সুগন্ধি বলিকিদখেতে পতোম। [সুহি বুখারি (২৭১) ও সুহি মুসলমি (১১৯০)] নর-নারী উভয়রে ক্ষতেরে ইহরামরে জন্য গোসল করা সুন্নত। এমনকি হায়যে ও নফিসগ্রস্ত নারীদরে ক্ষতেরেও। কেননা আসমা বনিতো উমাইস (রাঃ) নফিসগ্রস্ত ছিলনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইহরামরে জন্য গোসল করার



ও রক্ত প্রবাহের স্থান একটা কাপড় দিয়ে বঁধে নিয়ে ইহরাম করার নির্দেশে দিয়েছেন।[সহিহ মুসলিম (১২০৯)]

গোসল ও সুগন্ধি ব্যবহারের পর ইহরামের কাপড় পরিধান করবে। এরপর ফরজ নামাযের ওয়াক্ত হলে ফরজ নামায আদায় করবে। ফরজ নামাযের ওয়াক্ত না হলে ওজুর সুননত হিসেবে দুই রাকাত নামায আদায় করবে। নামাযের পর কবিলামুখি হয়ে ইহরাম বাঁধবে। ইচ্ছা করলে বাহনে (গাড়ীতে) উঠে যাত্রার প্রাক্কালে ইহরাম করতে পারবে। তবে মীকাত থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়ার আগে ইহরাম করতে হবে। এরপর বলবেন:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَةٍ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা বি উমরাতনি (অর্থ- হে আল্লাহ! উমরাকারী হিসেবে আপনার দরবারে হাজরি)। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতোবে তালবয়্যা পড়ছেন সতোবে তালবয়্যা পড়বে। সেই তালবয়্যা হচ্ছে-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকাল্লা শারিকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নালা হামদা ওয়ান নন্মিতা লাকা ওয়াল মুলক। লা শারিকা লাক।

(অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাজরি। আমি আপনার দরবারে হাজরি। আমি আপনার দরবারে হাজরি। আপনি নরিঙ্কুশ। আমি আপনার দরবারে হাজরি। নশ্চিয় যাবতীয় প্রশংসা, যাবতীয় নয়োমত আপনার-ই জন্য এবং রাজত্ব আপনার-ই জন্য। আপনি নরিঙ্কুশ।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও একটা তালবয়্যা পড়তেন সটো হচ্ছে-

لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ

লাব্বাইকা ইলাহাল হাক্ব (অর্থ- ওগো সত্য উপাস্য! আপনার দরবারে হাজরি)।

ইবনে উমর (রাঃ) আরকেটু বাড়িয়ে বলতেন:

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

লাব্বাইকা ওয়া সাদাইক। ওয়াল খাইরু বি ইয়াদাইক। ওয়ার রাগবাতু ইলাইকা ওয়াল আমাল। (অর্থ- আমি আপনার দরবারে হাজরি, আমি আপনার সটোজন্যে উপস্থিতি। কল্যাণ আপনার-ই হাত। আকাঙ্ক্ষা ও আমল আপনার প্রতি নিবেদিত)। পুরুষেরো উচ্চস্বরে তালবয়্যা পড়বে। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: জব্বিরাইল (আঃ) এসে আমাকে



নরিদশে দয়িছেনে আমি যনে আমাদরে সাহাবীদরেকে ও আমার সঙ্গদিরেকে উচ্চস্বরতে তালবয়ী পড়ার আদশে দহি। [সহহি আবু দাউদ গ্রন্থে (১৫৯৯) আলবানী হাদসিটকি সহহি বলছেনে] আরকেটাদিললি হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “উত্তম হজ্ব হচ্ছ- আল-আজ্জ ও আল-সাজ্জ।” [সহহিল জামে গ্রন্থে (১১১২) আলবানী হাদসিটকি হাসান বলছেনে] আল-আজ্জ (الْعَجَّة) শব্দরে অর্থ হচ্ছ- উচ্চস্বরতে তালবয়ী পড়া। আর আল-সাজ্জ (السَّجَّة) শব্দরে অর্থ হচ্ছ- হাদরি রক্ত প্রবাহতি করা।

আর নারী এতটুকু জেরে তালবয়ীপড়বে যাত পাশরে লোক শুনতে পায়। তবে পাশে যদি কোনে বগোনা পুরুষ থাকে তাহলে মনে মনে তালবয়ীপড়বে।

যে ব্যক্তি ইহরাম করতে যাচ্ছেনে তিনি যদি কোনে প্রতবিন্ধকতায়মেন রোগে, শত্রু বা গ্রফেতার ইত্যাদি কারণে নুসুকতথা হজ্ব বা উমরা শেষে করতে না পারার আশংকা করনে তাহলে ইহরাম বাঁধার সময় শর্ত করে নয়ো বাঞ্ছনীয়। ইহরামকালে তিনি বলবনে:

إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

ইন হাবাসানি হাবসে ফা মাহল্লি হাইসু হাবাসতানি (অর্থ- যদি কোনে প্রতবিন্ধকতা- যমেন রোগে, বলিম্ব ইত্যাদি আমার হজ্ব পালনে- বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমি যখনেপ্রতবিন্ধকতার শকার হই সখোনে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাব)। কনোনা দুবাআ বনিতাে যুবাইর (রাঃ) অসুস্থ থাকায় ইহরাম বাঁধাকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে শর্ত করার নরিদশে দয়িছেনে এবং বলছেনে: “তুমি যে শর্ত করছে সেটো তোমার রবরে নকিটগ্রহণযোগ্য।” [সহহি বুখারি (৫০৮৯) ও সহহি মুসলমি (১২০৭)] যদি ইহরামকারী শর্ত করে থাকে এবং নুসুক সম্পন্ন করণে প্রতবিন্ধকতার সম্মুখীন হয় তাহলে সে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে। এতে করে তার উপর অন্য কোনে দায়তিব আসবে না। আর যদি নুসুক সম্পন্ন করণে কোনে প্রতবিন্ধকতার আশংকা না থাকে তাহলে শর্ত না করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শর্ত করনেনি এবং সাধারণভাবে সবাইকে শর্ত করার নরিদশে দনেনি। দুবাআ বনিতাে যুবাইর (রাঃ) অসুস্থ হওয়ার কারণে শুধু তাকে শর্ত করার নরিদশে দয়িছেনে। ইহরামকারীর উচতি অধিক তালবয়ী পাঠ করা। বিশেষতঃ সময় ও অবস্থার পরবির্তনগুলতে। যমেন উঁচুতে উঠার সময়। নীচুতে নামার সময়। রাত বা দিনরে আগমনকালে। তালবয়ী পাঠরে পর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রার্থনা করা এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

উমরার ক্বতরে ইহরামরে শুরু থেকে তওয়াফ শুরু করার আগ পর্যন্ত তালবয়ী পড়া বধান রয়েছে। তওয়াফ শুরু করলে তালবয়ী পড়া ছড়ে দবিবে।

মক্কায় প্রবশেরে জন্য গোসল: মক্কার কাছাকাছি পৌঁছলে সম্ভব হলে মক্কায় প্রবশেরে জন্য গোসল করে নবিবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা প্রবশেরে সময় গোসল করছেলিনে। [সহহি মুসলমি (১২৫৯)]



দুই: তওয়াফ

মসজিদে হারামে প্রবেশের সময় ডান পা আগে দবিবে এবং বলবে:

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ
وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(অর্থ- আল্লাহর নামে শুরু করছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক। হে আল্লাহ! আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দনি। আমার জন্য আপনার রহমতের দুয়ারগুলো খুলে দনি। আমি বিতাড়িত শয়তান হতে মহান আল্লাহর কাছে তাঁর মহান চহোরারমাধ্যমে, তাঁর অনাদি রাজত্বেরমাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)

এরপর তওয়াফ শুরু করার জন্য হাজারে আসওয়াদে দকিবে এগিয়ে যাবে। ডান হাত দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করবে ও চুমু খাবে। যদি হাজারে আসওয়াদে চুমু খতে না পারে হাত দিয়ে স্পর্শ করবে ও হাতে চুমু খাবে (স্পর্শ করার মান হচ্ছ- হাত দিয়ে ছোঁয়া)। যদি হাত দিয়ে স্পর্শ করতে না পারে তাহলে হাজারে আসওয়াদে দকিবে মুখ করে হাত দিয়ে ইশারা করবে এবং তাকবীর বলবে; কনিতু হাতে চুমু খাবে না। হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার ফজলিত অনেকে। দলিল হচ্ছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “আল্লাহ তাআলা হাজার আসওয়াদকে পুনরুত্থতি করবেন। তার দুইটি চোখ থাকবে যে চোখ দিয়ে পাথরটি দেখতে পাবে। তার একটি জিহ্বা থাকবে যে জিহ্বা দিয়ে পাথরটি কথা বলতে পারবে। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে পাথরটিকে স্পর্শ করেছে পাথরটি তার পক্ষে সাক্ষ্য দবিবে। [আলবানী আল-তারগীব ও আল-তারহীব (১১৪৪) গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি বলছেন]

তবে উত্তম হচ্ছ- ভড়ি না করা। মানুষকে কষ্ট না দয়ো এবং নিজিওে কষ্ট না পাওয়া। যহেতে হাদসি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়ছে তিনি উমরকে লক্ষ্য করে বলছেন- “হে উমর! তুমি শক্তিশালী মানুষ। হাজারে আসওয়াদে নকিট ভড়ি করে দুর্বল মানুষকে কষ্ট দিও না। যদি ফাঁকা পাও তবে স্পর্শ করবে; নচেৎ হাজারে আসওয়াদমুখি হয়ে তাকবীর বলবে। [মুসনাদে আহমাদ (১৯১), আলবানী তাঁর ‘মানাসকিল হাজ্জ ও উমরা’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘কাওয়া’ (শক্তিশালী) মন্তব্য করছেন] এরপর ডানদকি ধরে চলতে থাকবে। বায়তুল্লাহকে বামদকি রাখবে। যখন বুকনে ইয়ামনীতে (হাজারে আসওয়াদে পর তৃতীয় কর্নার) পৌঁছবে তখন সবে কর্নারটি চুমু ও তাকবীর ছাড়া শুধু স্পর্শ করবে। যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয় তাহলে তওয়াফ চালিয়ে যাবে; ভড়ি করবে না। বুকনে ইয়ামনী ও হাজারে আসওয়াদে মাঝখানে এলবেলবনে:

(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

(অর্থ- হে আমাদের রব! আমাদেরগিকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখরোতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরগিকে দোযখরে আযাব থেকে রক্ষা করুন।) [সুনানে আবু দাউদ, আলবানী ‘সহি আবু দাউদ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন]



যখনই হাজারে আসওয়াদরে পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখনই হাজারে আসওয়াদ অভিমুখী হয়ে তাকবীর বলবে। তওয়াফরে অন্য অংশে যা কিছু খুশা যিকিরি, দুআ ও কুরআন তলোওয়াত করবে। বায়তুল্লাহতে তওয়াফরে বধিান দয়ো হয়েছে আল্লাহর যিকিরিকে সমুন্নত করার জন্য। তওয়াফরে মধ্যযে পুরুষকে দুইটি জিনিশি করতে হয়।

১. তওয়াফরে শুরু থেকে শেষে পর্যন্ত ইজতবো করা। ইজতবো মানে- ডান কাঁধ খালি রেখে চাদরের মাঝে অংশ বগলরে নীচ দিয়ে এনে চাদরের পার্শ্ব বাম কাঁধরে উপর ফলে দেয়ো। তওয়াফ শেষে করার পর চাদর পূর্বরে অবস্থায় ফরিয়ৈ নবি। কারণ ইজতবো শুধু তওয়াফরে মধ্যযে করতে হয়।

২. তওয়াফরে প্রথম তনি চক্করে রমল করা। রমল মানে হচ্ছ- ছোট ছোট পদক্ষপে দ্রুত হাঁটা। আর বাকী চার চক্করে রমল নহৈ বধিয় স্বাভাবিকি গততি হাঁটবে। সাত চক্কর তওয়াফ শেষে করার পর ডান কাঁধ ঢেকে নিয়ে মাকামে ইব্রাহমি আসবে এবং পড়বে-

(وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ)

(অর্থ- আরতমেরা মাকামে ইব্রাহমিকে তথা ইব্রাহীমরেদাঁড়ানরেজায়গাকনোমাযরেজায়গাবানাও।) [সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৫] অতঃপর মাকামে ইব্রাহমিরে পছিনে দুই রাকাত নামায আদায় করবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতহির পর সূরা কাফরিনু পড়বে। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতহির পর সূরা ইখলাস পড়বে। নামায শেষে করার পর হাজারে আসওয়াদরে নকিট এসে সম্ভব হলে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করবে। এক্ষত্রে শুধু স্পর্শ করা সুন্নত। যদি স্পর্শ করা সম্ভবপর না হয় তাহলে ফরি আসবে; ইশারা করবে না।

তনি: সায়ী

এরপর মাসআ (সায়ীস্থল) তে আসবে। যখন সাফা পাহাড়রে নকিটবর্তী হবে তখন পড়বে

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)

(অর্থ-“নঃসন্দহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা’আলার নদির্শনগুলরে অন্যতম”)[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৮] এরপর বলবে:

(بِأَمْرِ اللَّهِ) (অর্থ- আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করছেন আমরাও তা দিয়ে শুরু করছি)

অতঃপর সাফা পাহাড়ে উঠবে যাত করে কাবা শরফি দখেতে পায়। কাবা নজরে আসলে কাবাকে সামনে রেখে দুই হাত তুলে দুআ করবে। দুআর মধ্যযে আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং যা ইচ্ছা দুআ করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে দুআর মধ্যযে ছলি-



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ। লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়নি কাদরি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ, আনজাযা ওয়াদাহ, ওয়া নাসারা আবদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদা।

(অর্থ- “নইে কোন উপাস্য এক আল্লাহ ব্যতীত। তিনি নিরঙ্কুশ। রাজত্ব তাঁর-ই জন্ম। প্রশংসা তাঁর-ই জন্ম। তিনি সর্ববশিষ্ট ক্রমতাবান। নইে কোন উপাস্য এক আল্লাহ ছাড়া। তিনি প্রতিশ্রুতি পূরণ করছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করছেন এবং তিনি একাই সর্ব দলকে পরাজিত করছেন।) [সহি মুসলিমি (১২১৮)] এই যকিরিটি তনিবার উচ্চারণ করবনে এবং এর মাঝে দুআ করবনে। একবার এই যকিরিটি বলবনে এরপর দোয়া করনে। দ্বিতীয়বার যকিরিটি বলবনে এবং এরপর দুআ করবনে। তৃতীয়বার যকিরিটি বললে মারওয়া পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবনে। তৃতীয়বারে আর দুআ করবনে না। যখন সবুজ কালার চহ্নিতি স্থানে পৌঁছবনে তখন যত জেরে সম্ভব দৌড়াবনে। কিন্তু কাউকে কষ্ট দিবনে না। দলি হচ্ছ- হাদসি সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সায়ী (প্রদক্ষিণ) করছেন এবং বলছেন: “আবতাহ দৌড়িয়ে পার হতে হবে।” [সুনানে ইবনে মাজাহ (২৪১৯), আলবানী হাদসিটিকে সহি আখ্যায়তি করছেন] আবতাহ হচ্ছ- বর্তমানে দুইটি সবুজ রঙে চহ্নিতি স্থান। দ্বিতীয় সবুজ রঙ চহ্নিতি স্থান থেকে স্বাভাবিক গতি হাঁটবে। এভাবে মারওয়াতে পৌঁছবে। মারওয়ার উপরে উঠে কবিলামুখি হয়ে হাত তুলে দুআ করবে। সাফা পাহাড়ের উপর যা যা পড়ছে ও বলছে এখানে তা তা পড়বে ও বলবে। এরপর মারওয়া থেকে নামে সাফার উদ্দেশ্যে হটে যাবে। স্বাভাবিকভাবে হাঁটার স্থানে হটে পার হবে; আর দৌড়বার স্থানে দৌড়ে পার হবে। সাফাতে পৌঁছার পর পূর্বে যা যা করছে তা তা করবে। মারওয়ার উপরেও আগের মত তা তা করবে। এভাবে সাত চক্কর শেষ করবে। সাফা থেকে মারওয়া গেলে এক চক্কর। মারওয়া থেকে সাফাতে এলে এক চক্কর। তার সায়ীর মধ্যে যা খুশি যকিরি, দুআ, কুরআন তলোতয়োট করতে পারবে।

জ্ঞাতব্যঃ

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)

(অর্থ- “নঃসন্দহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা’আলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম”)[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৮] এই আয়াতটি শুধু সায়ীর শুরুতে সাফার নকিটবর্তী হলে পড়বে। সাফা-মারওয়াতে প্রতিবার আয়াতটি পড়বে না যমেনট কিছু কিছু মানুষ করে থাকে।

চার: মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা:

সাত চক্কর সায়ী শেষ করার পর পুরুষ হলে মাথা মুণ্ডন করবে অথবা মাথার চুল ছোট করবে। মুণ্ডন করলে মাথার সর্বাংশে



চুল মুণ্ডন করতে হবে। অনুরূপভাবে চুল ছোট করলে মাথার সর্বাংশে চুল ছোট করতে হবে। মাথা মুণ্ডন করা চুল ছোট করার চেয়ে উত্তম। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তনিবার দুআ করছেন; আর চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দুআ করছেন।[সহিহ মুসলিম (১৩০৩)] পক্ষান্তরে নারীরা আঙুলেরে এক কর পরমাণ মাথার চুল কাটবে।

এই আমলগুলোর মাধ্যমে উমরা সমাপ্ত হবে। অতএব, উমরার মধ্যে রয়েছে- ইহরাম, তওয়াফ, সায়ী, মাথা মুণ্ডন বা মাথার চুল ছোট করা।

আমরা আল্লাহ তাআলার প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে নকে আমল করার তাওফিক দেন। তিনি যেন আমাদের আমলগুলো কবুল করে নেন। নশ্চয় তিনি নকিটবর্তী ও প্রার্থনা কবুলকারী।

দখুন: আলবানীর ‘মানাসকিল হাজ্জ ওয়াল উমরা’ এবং শাইখ উছাইমীনরে ‘আল-মানহাজ লি মুরদিলি উমরা ওয়াল হাজ্জ’।